দৈনিক ইত্তেফাক

১৫

তারিখ SEP 12 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

চৌদ্দগ্রামে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ ॥ পুলিশসহ ৫০ জন আহত

কুমিল্লা হইতে খায়রুল আহসান মানিক । গতকাল (শনিবার) চৌদ্দগ্রাম থানায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের
মধ্যে এক বন্দুক যুদ্ধে পুলিশসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হইয়াছে। গুলীবিদ্ধ ১৬ জনকে আশংকাজনক অবস্থায়
ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। সংঘর্ষের জের হিসাবে গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম
মহাসড়কে ৫টি স্থানে অবরোধের সৃষ্টি করা হয়। রাত সাড়ে ৮টায় এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ
চলিতেছিল। জানা যায়, গত ৯ই সেপ্টেম্বর চৌদ্দগ্রাম সরকারী কলেজে প্রথম বর্ষের ক্লাস চলাকালে সীটে বসাকে
কেন্দ্র করিয়া দুইজন ছাত্রের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ইহাতে কয়েকজন বহিরাগত ছাত্রের হামলায় কলেজের ছাত্র
সহিদুল ইসলাম (১৮) আহত হয়। ছাত্রদল সহিদুলকে নিজেদের সংগঠনের কর্মী বলিয়া দাবী করে এবং মিছিল
করে। বিকালে ছাত্রলীগ কর্মী ফরিদুল ইসলামকে চৌদ্দগ্রাম বাজারে ছাত্রদল কর্মীরা ক্ষুর দিয়া ক্ষত-বিক্ষত করে।
আশংকাজনক অবস্থায় তাহাকে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ ঘটনার জের হিসাবে
গতকাল দুপুরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা চৌদ্দগ্রাম কলেজের পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর
বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ থানা সদরসহ কয়েকটি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। খবর পাইয়া জেলা সদর হইতে
পুলিশ কর্মকর্তাসহ ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও
রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ এবং পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল
হইতে ছাত্রদলের আহ্বায়ক বেলাল আহমদ মিয়াজী এবং চিওড়া সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নবীউল
আলম শাহীনকে গ্রেফতার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীরা চৌদ্দগ্রাম বাজার, আমজাদের বাজার,
চিওড়া, নানকরা এবং বাতিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করিয়া কমপক্ষে ৫০টি যানবাহন ভাংচুর
করে। চৌদ্দগ্রাম বাজার হইতে চিওড়া পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।